



148163 - মদনিতা তে তার যত বাড়াটি রয়ছে তনি সফরত দূরত্ব ভ্রমণ করে সখোনে পৌঁছছেন এবং রমজানে দিনে বলা বীর্যপাত না করে স্ত্রী সহবাস করছেন

প্রশ্ন

প্রশ্ন :

আমি ছুটি কাটাচ্ছলাম। ছুটিকালীন সময়ে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা নগরী সফর করি। মক্কা থেকে মদনিয়া মুনাওয়ারাতত যাই। সখোনে আমি রমজানে দিনে বলায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করছি; কনিতু কোন বীর্যপাত হয়নি। প্রশ্ন হলো- এজন্য আমার উপর ককি কন কছি আবশ্যক হব? যদি আমার উপর কছি আবশ্যক হয়ে থাকে আমার জানা মতে সটো এই ক্রমধারায় আবশ্যক হয়- একজন দাসমুক্তি; আরখকি সামর্থ্য না থাকায় এটা পালন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অথবা একাধারে দুই মাস সিয়াম পালন; আমার ফলিড ওয়ার্কধর্মী চাকুরী ও গ্রীষ্মের তীব্র গরমের কারণে এটা পালন করাও আমার জন্য কঠনি। তবে কআমি ৬০ জন মসকীনকে খাদ্য খাওয়াবো? আমার স্ত্রীর উপরও কএকই জরমিনা আবশ্যক হব, যদি সত সহবাসের প্রস্ভাবে রাজি থাকে? এখানে উল্লেখ্য যত, আমি রিয়াদের অধবাসী। কনিতু মদনিতা আমার একটা বাড়ি আছে। ছুটি কাটাতত আমি মদনিতা যাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

নজি এলাকায় অবস্থানরত রোযা পালনকারী (মুকীম) রমজানে দিনে বলা সহবাস করলে তার উপর কঠনি কাফফারা আবশ্যক হয়। আর তা হল একজন দাস মুক্ত করা। কটে যদি তা না পারনে তবে দুই মাস একাধারে সিয়াম পালন। কটে যদি তা না পারনে তবে ৬০ জন মসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো এবং সতই সাথে তার উপর তওবা করা এবং সতই দিনে কাযা করাও আবশ্যক।

সতই স্ত্রীর ক্ষতেরও একই হুকুম প্রযোজ্য; যদি তনিসহবাসের প্রস্ভাবে সম্মতি দিয়ে থাকনে। এক্ষতেরে বীর্যপাত না হওয়ার কারণে হুকুমের কোন পার্থক্য হব না। কারণসঙ্গমতথা একটা অঙ্গ অপর একটা অঙ্গেরে ভতিরে প্রবশে করানো সংঘটিত হয়ছে। এটাই রোযার কাফফারা ফরজ করে দেয়।

আর যদি তারা উভয়ে সফররত অবস্থায় থাকনে তবে তাদের কোন গুনাহ হব না। তাদেরকে কোন কাফফারা দতি হব না এবং দিনে বাকি অংশ মুফাত্তরিত (রোযা ভঙ্গ কারী বিষয়সমূহ) থেকে বরিত থাকতে হব না। বরং তাদের উভয়কে শুধু সতই



দিনের রোযা কাযা করতে হবে। কারণ (সফররত অবস্থায়)তাদের উভয়ের জন্য রোযা পালন আবশ্যিক নয়।

আপনি যদি রিয়াদের অধিবাসী হয়ে থাকেন এবং মদনিতা আপনাদের আরকেট বাড়ি থাকে যখন আপনাদের ছুটির দিনগুলোতে যান, তবে মদনিতা গলেও আপনি নিজ এলাকায় বসবাসকারী 'মুক্বীম' হিসেবে গণ্য হবেন। আপনার উপর সালাত ও রোযা সম্পন্ন করা আবশ্যিক হবে, সহবাস বা অন্য কোন মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করা হারাম হবে এবং সহবাসের কারণে আপনার উপর কাফফারা ওয়াজবি হবে। আর যদি আপনি মক্কায় সফর করেন তবে আপনি নিজ এলাকায় বসবাসকারী 'মুক্বীম' হিসেবে গণ্য হবেন না; যদি আপনি সেখানে চার দিনের বেশি থাকার নিয়ত না করেন। যদি এর কম সময় থাকার নিয়ত করেন তবে আপনার ক্ষেত্রে মুসাফিরের হুকুম প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ আপনি মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রাহমাহুল্লাহ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: "একজন লোক এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফর করেছে এবং যে দেশে সফর করেছে সেখানে তার একটি বাড়ি আছে। সে কী সেখানে পুরো সালাত আদায় করবে, নাকি ক্বসর (সংক্ষিপ্ত) করবে?"

শাইখ: কিন্তু তিনি কি সেই বাড়িতে দুই, তিন মাস অবস্থান করেন? আর অন্য বাড়িতে দুই, তিন মাস অবস্থান করেন? নাকি কমেই?

প্রশ্নকারী: তিনি গ্রীষ্মের ছুটিতে সেখানে অবস্থান করেন।

শাইখ: তিনি কি গ্রীষ্মের মটসুমে সেখানে যান?

প্রশ্নকারী: হ্যাঁ।

শাইখ: তবে তিনি ক্বসর (সালাত সংক্ষিপ্ত) করবেন না। কারণ প্রকৃতপক্ষে তার দুটি বাড়ি আছে।" সমাপ্ত [লিকাউল বাবলি মাফতুহ (২৫/১৬২)]

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, আপনি যদি মদনিতা প্রবেশের আগে রোযা ভঙ্গ করে থাকেন তবে আপনি যা করছেন তাতে কোন সমস্যা নেই। সক্ষেত্রে আপনাকে শুধু সেই দিনের রোযাটি কাযা করতে হবে। কারণ আপনি সফরের কারণে রোযা ভঙ্গ করছেন। আর আপনি যদি মদনিতা প্রবেশের পর রোযা ভঙ্গ করে থাকেন তবে আপনার উপর কাফফারা ওয়াজবি হবে।

আপনার জন্য উপদেশ হলো- আপনি শীতের মটসুমে অথবা নাতিশীতোষ্ণ মটসুমে দুই মাস একাধারে সিয়াম পালন করার চেষ্টা করবেন; যখন দিনের দৈর্ঘ্য ছোট হয় এবং কষ্ট কম হয়। অথবা অফসি থেকে প্রাপ্ত বাৎসরিক ছুটির দিনগুলোতে অথবা এ জাতীয় অন্য কোন সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আপনি রোযা রাখার চেষ্টা করবেন যেহেতু আপনার উপর যা ওয়াজবি হয়েছে তা পালন করতে পারেন।

আর যদি সত্যি সত্যি আপনি সিয়াম পালনে অ পারগ হয়ে থাকেন, তবে আপনার জন্য শুধু তখন ৬০ জন মসিকীন খাওয়ানো



জায়গে হবে। এক্ষত্রে আপন ৬০ জনকে একসাথেও খাওয়াতে পারনে। অথবা বিভিন্ন সময়ে খাওয়ানোর মাধ্যমে ৬০ জনের সংখ্যা পূরণ করতে পারনে।

আপনার স্ত্রীর উপরও সিয়াম পালন আবশ্যিক। আর যদি তিনি তা না পারনে তবে ৬০ জন মসিকীনকে খাদ্য খাওয়াবনে। আরও দেখুন(106532) নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জাননে।